[redacted]

[redacted]

মঞ্চ মাতালেন কাঙালিনী সুফিয়া ও সাব্বির

বয়সের ভারে ন্ব্যুজ্ব আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাউলশিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া। বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। শরীরে নানান রোগে বাসা বেঁধেছে। তবুও মঞ্চে উঠে গান গেয়ে মঞ্চ মাতালেন এ শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া। বয়স হলেও তিনি গান ভুলে যাননি। এখনো নেচে নেচে গান করেন। আসলে তার কণ্ঠে জাদু আছে।

গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে তরঙ্গ কালচারাল ফেস্ট ও মেলার আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসবের সমাপনী দিনে তিনি গান পরিবেশন করেন।

খ্যাতনামা এ শিল্পীর গানে মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা উল্লসিত হয়ে ওঠে। সাথে যুক্ত হয় চ্যানেল আইয়ের সেরাকন্ঠ সাব্বির কোরাইশিসহ লালন একাডেমির শিল্পী ও বাউলরা। এদিকে বাংলার কৃষ্টি কালচার ও ঐতিহ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ হয়েছে গতকাল।

তরঙ্গ সংগঠনের আয়োজন জেলা শিল্পকলা একাডেমির আঙ্গিনায় এ উৎসবে শহরের প্রায় ৩০টি স্টল বসেছে। দেশীয় পণ্য ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয় উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি উন্মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীদের সমন্বয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, ফোন, আধুনিক গান, বাউল ও সাধুসঙ্গ, ব্যান্ড শো, নৃত্য, আবৃত্তি ও বাদ্যযন্ত্রের ঝনঝনানি উপস্থাপন করেছে।

নারী উদ্যোক্তা সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, টাকা দিয়ে গুণী শিল্পীর মূল্যায়ন হয় না। এরপরও গানে মুগ্ধ হয়ে সামান্য কিছু টাকা উপহার দিলাম। উনি ৯০ বছরে যে ভাবে গান গাইলেন, দর্শকরা তার কন্ঠের জাদুময়ী গামে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে।

তরঙ্গ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক মুন্না বলেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাদক, সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব। এই আয়োজনের মাধ্যমে মেলায় আগত দর্শকরা বিনোদনের খোরাক হিসেবে জনপ্রিয় শিল্পীদের গান উপভোগ করতে পারলো।

তরঙ্গ সংগঠনের সভাপতি তাসফী পারভেজ রোহান বলেন, কুষ্টিয়াবাসী

ভাগ্যবান, কাঙালিনী সুফিয়ার মতো একজন গুণী শিল্পীর গান শুনে মানুষ যেমন আনন্দিত তেমনি আমরা আয়োজক হিসেবেও ধন্য। এ বয়সেও তিনি গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। আমরা ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।

বাউলশিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া বলেন, আমার বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মতো গাইতে পারি না, তবুও চেষ্টা করি। এখন মেয়ে আমাকে সহযোগিতা করে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান জানান, হাসি-কান্নার মতো উৎসবের রংও সর্বজনীন। ঠিক যেমন একই রকম রং জগতের তাবৎ যাতনা আর প্রেমের। প্রেম, যাতনা, সম্মিলন নানা ভাব থেকে গানের সৃষ্টি। তরঙ্গ সংগঠন আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেলা বাউল গানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবার দাড়শকের মুগ্ধ করেছে। এই মেলা থেকে উৎসারিত গান যাপিত জীবন উদযাপনের রঙিন অনুষঙ্গ বলেও জানান তিনি।

লালন শুধু কুষ্টিয়ার নয়, সারা পৃথিবীর বাঙালির সম্পদ: ফরিদা আখতার

অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ফকির লালন সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাধক। তাঁর বাণী সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক ফকির লালন শাহ ও তাঁর গান। তিনি মানবধর্মে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বজুড়ে মানবপ্রেম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লালন বহুমাত্রিক এক ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল এই কুষ্টিয়ার নন, তিনি সারা বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর বাঙালির সম্পদ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের ১৩৪তম

তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউরিয়ায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো লালনও আমাদের সম্পদ। তিনি তাঁর কর্মে ও প্রতিভায় বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। লালনের চেতনা অসাম্প্রদায়িক। এই চেতনা না থাকলে বাংলাদেশ থাকে না। আজ অনেক উন্নতি-অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সমাজ যদি অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী না হয়, তাহলে এসব অগ্রগতি টিকবে না।’

ফকির লালন শাহ ছিলেন বৈষম্যবিরোধী উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফকির লালন শাহ ছিলেন বৈষম্যবিরোধী। ১৩৪ বছর আগেই সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন।

তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যদি ঠিকঠাক কাজ করতে না পারে। আপনারা আমাদের ধরবেন। এই যে ছাত্র জনতার রক্তের ওপর আমরা যে সরকার গঠন করেছি। দাঁয়িত্ব পেয়েছি। তা দায়সারা হতে পারে না বলেও জানান তিনি।

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় লালন একাডেমি এ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোছা. শারমিন আখতারের সভাপতিত্বে অতিথির বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার,কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান,বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, জেলা বিএনপির আহবায়ক কুতুবউদ্দিন, সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সমন্বয়ক আলমাস, সুইট প্রমুখ
স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লালন একাডেমির খাদেম মহম্মদ আলী।

আলোচনা সভা শেষে বাউল ও লালন একাডেমির শিল্পীরা সেখানে লালনের গান পরিবেশন করেন।

[redacted]

[redacted]

আলোচনা শেষে শুরু হবে লালন সঙ্গীত। মেলার সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। মাজার প্রাঙ্গণ ও তার আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে।

উল্লেখ্য, মরমী সাধক ফকির লালন শাহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ছেঁউড়িয়া গ্রামে ১৮৯০ সালের ১ কার্তিক মারা যান। পরবর্তী সময়ে লালন স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছরই নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের কাঙ্খিত এ উৎসব পালন করা হয়। সাঁইজির স্মরণে দিবসটি ঘিরে তিন দিনের অনুষ্ঠান হয় আখড়াবাড়িতে।

মুজিবনগরে সারদীয় দুর্গাপূজা

উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে আসন্ন সর্বজনীন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমুহের নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার
বেলা ১১ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ
মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরে উপজেলার ৭টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও
সঞ্চালনায়। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী
কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলম, উপজেলা জনসাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুব আলম রবি, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড

ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা শাহাজাহান আলী,, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাংবাদিক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান।মহাজনপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- তপন কুমার সাহা সাধারণ সম্পাদক- দীপক পাল।

বাবুপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- তাপস মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক- নিরঞ্জণ মন্ডল।কোমরপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-অসিম হালদার, সাধারণ সম্পাদক- প্রভাস হালদার।মোনাখালী পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-নিরঞ্জণ কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক- বিমল ঘোষ,রতনপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি উত্তম দাস, সাধারণ সম্পাদক- জয়দেব দাস।

বল্লভপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- দয়াল দাস,সাধারণ সম্পাদক-কার্তিক দাসদারিয়াপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-বিষু দাস,সাধারণ সম্পাদক সজল দাস সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভায় মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সার্বক্ষণিক জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখা ও সতর্কতামূলকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, যেকোনো সমস্যায় প্রশাসনকে অবহিত করা, কারো কথায় বিভ্রান্ত না হওয়াসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে নাতে রাসুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে নাতে রাসুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদযাপন উপলক্ষে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে শহীদ শামসুলজোহা পার্কে ইসলামিক গান, কবিতা, গজল পরিবেশন করা হয়।

কানন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ মেহেরপুর ও উপদেষ্টা এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালক মোঃ আব্দুল জাব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কবিতা, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, কবি ও গবেষক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সমাজসেবক ও কানন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা তাজউদ্দীন খান।

এসময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায়, কাজী নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোহাঃ মোসলেম আলীকে ক্ষীকৃতি স্মারক দেওয়া হয়। একইভাবে একে এম সাইফুল্লাহকে দ্বীন ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখায় মরনোত্তর পদক এবং সোহেল রানা ডলারকে সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় স্মারক প্রদান করা হয়।

এসময় দর্শকদের মন জয় করে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী সুরসম্রাট মশিউর রহমান,জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সাড়া জাগানো শিশু শিল্পীজাহিন ইকবাল, মুজাহিদুল ইসলাম,গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী মাহফুজ মামুন ইসলামিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বেহুলা লক্ষীন্দরের আত্মকাহিনী নিয়ে ‘পদ্মপুরাণ’

মনের বাসনা পূরণ করতেই গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হয় পদ্মপুরাণ গানের। সাধারণত রাত জেগে মনসা-মঙ্গলের নাটক পরিবেশন করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গভীর রাত পর্যন্ত তাঁরা যা করেন, এর পুরোটাই নাচ-গান-নাটক। এ নাটক নামেমাত্র মঞ্চে পরিবেশন করা হয়।

বিশেষ করে মানুষকে যখন সর্পদংশনে তাড়া করে তখন মনের ভেতর জমে থাকা এসব আতঙ্ক তাড়ানোর জন্যই এই গানের আয়োজন করা হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে চর্মজাতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসব সারানোর কোন উপায় না পেয়েও এই গানের আসর দিয়ে থাকেন।

দিতে হচ্ছে বাড়ীর মালিককে।

পদ্মপুরাণ গানের সাথে কাজ করে আসা আরেক শিল্পী খাইরুল ইসলাম বার্তা২৪.কমকে জানান, পদ্মপুরাণকে আবার বা মনসার গান বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণ এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য আলেখ্য। সাপের দেবীমনসা বা পদ্মার নাম অনুসারে এই নামকরণ। এই গান বর্ণনামূলক।

আপাম আলী বিশ্বাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই গানের আসর। তিনি বলেন, যে মনসা দেবীকে পূজা দিতে চাননি চাঁদ সওদাগর, শত বছর ধরে বাঙালি সেই মনসা দেবীকে পূজা দিয়ে যাচ্ছে। শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এ রীতি পালন করে আসছেন জনগণ। হিন্দু, মুসলমান সবাই। তাঁদের বিশ্বাস, এ সময় মা মনসার পূজা দিলে সারা বছর সাপ আর বিরক্ত করবে না তাঁদের। এমন সব কাহিনী নিয়েই এই পদ্মপুরাণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই দলের আরেক সদস্য নারী সজীব। যার ভুমিকা নারীর হিসেবে অভিনয় করা। তিনি বার্তা২৪.কমকে বলেন, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা শেষ করেছি। ছোটবেলা থেকে নাচগান আমার কাছে ভালো লাগতো। তাই এই দলের সাথে মিশতাম। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। সমাজে শিল্পী হিসেবে আমরা স্বীকৃতি চাই বলেও দাবী করেন তিনি।

আরেক নারী সদস্য রনি বলেন, আমি একটা তামাক কোম্পানিতে কাজ করি। ছয় মাস কাজ হয় আবার ৬ মাস বন্ধ থাকে। সংসার চালাতে আমি এই গানের আসরে অংশ নিয়ে থাকি। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। এই অনুষ্ঠান তো আর সারা মাস থাকে না। তাই কাজের পাশাপাশি সময় সুযোগ করেই অংশ নিয়ে থাকি। ২-৩দিন ধরে অনুষ্ঠান করলে আমি হাজার খানেক টাকা পেয়ে থাকি।

দর্শক বাপ্পি মনে করেন, গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্য পদ্মাপুরন জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ভাবে তুলে ধরলে এসব শিল্পীরা উপকৃত হবে। তাই সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া জরুরি বলেও মনে করেন তিনি।

তবে স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই মনসার গানের আয়োজন করলে সাপের কামড়ে পরিবারের কারো অকাল মৃত্যু ঘটবে না। এছাড়াও অনেক জ্বিনগত সমস্যা সমাধানের উপায় কেবল এই গানের মধ্যে খুঁজে পায় তারা।

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ভৈরবের অনুদানের টাকা প্রদান

মেহেরপুর এর অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” বন্যার্তদের সাহায্যার্থে অনুদানের টাকা প্রদান করেছে।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এর নিকট অনুদানের নগদ ১৫ হাজার টাকা উপদেষ্টার ত্রান তহবিলে দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়।

এসময় “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সভাপতি এ্যাড: আনোয়ার হোসেন, সহ- সভাপতি নূরুল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম কানন জেলা প্রশাসকের নিকট অনুদানের টাকা তুলে দেন। এসময় “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসনকে সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে.এম. সিরাজুম মূনিরের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) এবং অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মু: তানভীর হাসান রুমান, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব) এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রনি আলম নূর, জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ইমাম মাওলানা মোঃ শাহ জালাল, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড.অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, এডভোকেট বিমল বিশ্বাস, জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান, গাংনী মডেল মসজিদের ইমাম জাহিদ হাসান, কোট মসজিদের ইমাম জুবায়ের হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা সহকারী শিক্ষক কাজী রুহুল আমীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহ।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।